জালাল তোকে ধন্যবাদ

কবিতা পারভেজ

প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। আমাদের দোকান সাগর পাবলিশার্স (তবুও বই পড়ুন) এ একটা বছর আষ্টেকের ছেলে কাজ খুঁজতে এলে আমার বাবা (এমআর আখতার মুকুল) ওকে কাজে রেখে দেন। তারপর থেকে ছেলেটা রয়ে গেলো। নাম জালাল। তখন সাগর পাবলিশার্স জমজমাট। বিকেল হতে না হতেই কবি, সাহিত্যিক নাট্যকার সাংবাদিক, অভিনেতাদের ভীড় লেগেই থাকতো। কেউ এসেছেন দরকারী কোন বইয়ের খোঁজে, কেউ এসেছেন হয়তো কোন বিয়ে বা জন্মদিনের উপহার কিনতে। কেউ বা এসেছেন নিছক আমার বাবার সাথে আড্ডা মারতে। একটাই চেয়ার সেটা রাখা থাকতো শওকত ওসমান চাচার জন্য। বাবা বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন এই নিতান্ত একজন ভালো মানুষটিকে। এসেই জিজ্ঞেস করতেন "ভ্রাত তোমার কূশল জানতে এলাম"। বিকেলের চা নাস্তা খাইয়ে গল্প করতে করতে দেরী হয়ে গেলে উপর তলায় বাবা খবর পাঠাতেন শওকত ওসমান চাচার রাতের খাবারের ব্যবস্থা করার জন্য। এতো রথী মহারথী দেখে প্রথম প্রথম ঐ ছোট্ট জালাল হয়তো বুঝতো না এঁরা কারা? কিন্তু বেশ চালাক চতুর এবং চটপটে হওয়াতে চুপচাপ শুনতো তাদের আলাপ। সব বিষয়েই হতো আলাপ। রাজনীতি, ভাষা, সংস্কৃতি, ইত্যাদি আমার বাবা তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও মূল্যবোধ নিয়ে নির্দ্বিধায় সবার সামনে মুক্ত কণ্ঠে বলে যেতেন।

এ সব শুনতে শুনতে একদিন জালাল বড় হয়ে গেলো। দোকানের অন্য সব কর্মচারীদের মত গ্রাহক দেখেই আন্দাজ করতে পারতো কারা কী ধরণের বই চান। জাতীয় সব ঘটনা এবং তার বিশ্লেষন, ছুটির দিনগুলোতেও মানুষজন বাবার কাছ থেকে শুনতে চাইতেন। বিভিন্ন মিডিয়া থেকে যখন লোকজন তাঁর সাক্ষাৎকার নিতো জালাল তখন মনযোগ সহকারে শুনতো বাবার কথা। দেশের প্রতি ভালবাসার কথা, মুক্তিযুদ্ধের কথা, ভাষা আন্দোলনের কথা, স্বাধীনতার ইতিহাসের কথা ইত্যাদি। আর এ সব শুনতে শুনতে জালাল কখন নিজেই বাবার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে গেছে তা ও নিজেই জানতে পারেনি।

২০১১-র শেষে দেশে গিয়েছিলাম। আমি যেখানে থাকতাম তার কাছাকাছি জালাল একটা কাপড়ের দোকান দিয়েছে কয়েক বছর হলো। মাঝে মধ্যেই জালালের দোকানে যাই। কেনা কাটাও করি। সেদিন হাতে সময় ছিলো তাই জালালের সাথে কিছু আলাপ-সালাপ হলো। প্রসঙ্গত এলো ওর পরিবারের কথা। ছেলের কথা। আমাদের কথায় আমার বাবার কথা এসে গেলো। জালাল বললো ও ওর ছেলের কাছেও আমার বাবার গল্প করে। বাবার ধ্যান ধারণাতেই ছেলেকে মানুষ করতে চায়। তাই বাড়ীর টিভিতে কোন হিন্দী গান সিনেমার চ্যানেল রাখেনি।

জালালের যুক্তি হলো হিন্দী গান, সিনেমা তো রাস্তা ঘাটে সবখানেই চলছে তা যদি বাড়ীতেও চলেতে থাকে তবেতো বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাংলা গান সবই ভুলে যাবে।

এবারে ১৬ই ডিসেম্বরে জালাল ওর পরিবার নিয়ে শহীদ মিনার, স্মৃতিসৌধসহ গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক জায়গা গুলো দেখিয়ে নিয়ে এসেছে। রাতে বৌ-বাচ্চা নিয়ে টিভিতে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতাভিত্তিক অনুষ্ঠান দেখেছে এবং ছেলেকে সব বুঝিয়েছে। কথা প্রসঙ্গে বললো - আামি চার পাঁচশো টাকা আরো খরচ করে হিন্দী চ্যানেল নিতে পারি কিন্তু নেবো না। আমি চাই ওরা বাঙালি হয়ে বড় হোক নিজের দেশকে সঠিকভাবে জানুক।

জালালের মুখে একথা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সেই পঁচিশ বছর আগের জালালকে মনে পড়লো। স্কুলের চৌকাঠও শেষ করতে পারেনি কিন্তু যে শিক্ষা ও নিজের জীবন থেকে নিয়েছে, যে জ্ঞান আমার বাবার কাছ থেকে পেয়েছে সেটুকু সম্বল করে জালাল এগিয়ে যাচ্ছে। স্বপ্ন দেখছে একটা সুন্দর পরিপূর্ণ জীবনের।

আমার বাবার সবচে' প্রিয় গান ছিলো "আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর"। আমরা সবাই যদি তেমনি করে আমাদের প্রজন্মকে জালালের মত স্বাধীনতার ইতিহাস ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তুলে ধরতে পারতাম তাহলে আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ করা অনেক সহজ এবং সার্থক হতো।

ষাটতম মাতৃভাষা দিবসে সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা।

শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

(লেখাটি ২০১২-এ একুশে একাডেমী অস্ট্রেলিয়ার একুশে সংকলণ 'মাতৃভাষা'য় প্রথম প্রকাশিত)